গেম থিওরী,গনতন্ত্র এবং মে দিবস!
-বিপ্লব

Revenge! Workingmen to Arms!To arms we call you, to arms!
-Fliers in HayMarket, May3rd,1886

কোন কিছুই বিবর্তন বিচ্ছিন্ন নয়। মে দিবস ও নয়। সবকিছুর ই মৃত্যু নিয়তি। তাই ভেবে দেখা যাক মে দিবসের আজ কি কোন তাৎপর্য্য আছে? নাকি ভবিষ্যতে থাকবে?

১৮৭২ সালে ১৫ ই এপ্রিল কানাডার টরেন্টোতে মানুষ দেখলো এক অদ্ভুত র‍্যালি-কাজের সময় আট ঘন্টা করতে হবে! এই সাফল্যে ১৮৮৪ সালে আমেরিকান লেবার ইউনিয়ানগুলি (Federation of Organized Trades and Labor Unions) সর্বসম্মত ভাবে দাবী জানায় ১৮৮৬ সালের পয়লা মে থেকে দিনে আট ঘন্টার কর্মদিবস চালু করতে হবে। মালিক শ্রেনী এটা মানার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। শিকাগোতে তখন শ্রমিকদের খাটানো হয় ঘন্টায় বারো ঘন্টা-সপ্তাহে ছয় দিন। পশু-পাখির খোঁয়ারের মতন বস্তিতে জীবন কাটান শ্রমিকরা। ফলে পয়লা মে থেকে শুরু হলো ধর্মঘট। তেশরা মেতে ম্যারকরমিক মেশিন কোম্পানীতে পিকেটিং রত শ্রমিকদের ওপর গুলি চললো-মারা গেল দুজন। এর জবাব দিতে হেমার্কেটে (এখন যেটাকে শিকাগোর ওয়েস্ট লুপ বলে) মহাসমাবেশ ডাকলেন ধর্মঘটি নেতৃবৃন্দ। সেখানেই আগুনের মতন ঘোষনা করা হলো শ্রমিক বিদ্রোহের মন্ত্র *'টু আর্মস উই কল ইউ, টু আর্মস'।*

চৌঠা মের হেমার্কেট সমাবেশ ছিলো শান্তিপূর্ণ। নেতৃত্বে ছিলেন অগাস্ট স্পাইজ, আলবার্ট পারসন, এডলফ ফিশার, জর্জ এঞ্জেল, লুইস লিং, মাইকেল শোয়াব, সামুয়েল ফিলডম্যান এবং অস্কার নীবে। এদের অধিকাংশ ই ছিলেন ইউরোপের আলু-দুর্ভিক্ষের সময় আসা জার্মান অভিবাসী। সমাবেশ এতো শান্তিপূর্ণ ছিল, শিকাগো মেয়র কার্টার হ্যারিসন বিক্ষোভ সমাবেশে আসেন এবং শান্তিপূর্ণ জমায়েত দেখে বাড়ি চলে যান। হঠাত ই কেও বোমা ফাটায় এবং পুলিশ গুলি চালায়। সাতজন পুলিশ এবং এগারো জন শ্রমিক মারা যান। এই ঘটনার জন্য শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার মামলা চালু করা হয়। যদিও আদালতের কাছে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোন নথিই পেশ করা সম্ভব হয় নি, বিচারক জোসেফ গ্যারি সাতশ্রমিক নেতার মৃত্যুদন্ড দিলেন। এর মধ্যে ইলিনয়েজের গভর্নর রিচার্ড, সোয়াইব এবং ফিলডেনের মৃত্যুদন্ড লাঘব করে যাবজ্জীবন কারাবাসের শাস্তি দেন। লিং মুখে ডিনামাইট ফাটিয়ে আত্মহত্যা করেন।

নভেম্বর১১, ১৮৮৭। প্রবল আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের মধ্যে বাকী চার নেতা স্পাইজ, পারসন, ফিশার এবং এঞ্জেলকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়া হল। ফাঁসির মঞ্চে এরা সমবেত ভাবে গাইলেন লা মার্সেলিজ-

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras (2)
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

ওঠো জাগো পিতৃভূমির সন্তানদল,
আজ সেই গৌরবের দিন-
অত্যাচারীর দল আজ তুলেছে রক্তমাখা হাত,
মাটির কাছে কান পেতে শোন
তোমার খুনীদের বুটের আউয়াজ,
ওরা আসছে, ওরা আসছে
তোমার সন্তানের নালিকাটা খুনীর দল আজ আসছে!

অস্ত্র তোল বন্ধুর দল, আজ অস্ত্র তোলার দিন
আগুয়ান হও আজ, আগুয়ান হও আজ,
আজ অস্ত্রতোলার দিন,
আজ রক্ত গঙ্গায় ভিজুক এই মল্লভূমি!

১৮৯৩ সালে সোয়াইব এবং ফিলডেনের শাস্তি মকুব করা হয় এবং তারা আন্তর্জাতিক শ্রমিক নেতা হসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। পরবর্ত্তীকালে আমেরিকান ঐতিহাসিকরা, হেমার্কেটের বিচারকে আমেরিকার বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় প্রহসন বলে লিখেছেন। স্পাইজ ফাঁসির আগে এই বিখ্যাত কথাটি বলে যানঃ

"The time will come when our silence will be more powerful than the

voices you strangle today."

****
হে মার্কেটে ইতিহাস লেখার জন্য এই প্রবন্ধ নয়। হে মার্কেটে ইতিহাসের ওপর বাংলায় লেখা হয়েছে অনেক বই।

হেমার্কেটে গোটা বিশ্বের শ্রমিক শ্রেনীর প্রাপ্তি ছিল আট ঘন্টার কর্মদিবস। আজ এই যে এতো লেখা লেখি করতে পারছি, এটা এই চল্লিশ ঘন্টার কর্মসপ্তাহ নাহলে করতাম কি করে? যদিও আমেরিকায় ম্যানেজেরিয়াল পজিশনে চল্লিশ ঘন্টার এই নিয়মটা কাটানো হয় একটা ছোট্ট কন্ট্রাক্টে-কোম্পানীর অবস্থা বুঝে একজন ম্যানেজমেন্ট কর্মী কর্মী সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টার বেশী কাজ করতে স্বেচ্ছায় রাজী থাকবে। যদিও কাজের প্রয়োজনে আমাদের সপ্তাহে পঞ্চাশঘন্টা হয়েই যায়, তবুও জানি, এই আটঘন্টার রক্ষাকবচটি আমাদের অধিকার রক্ষায় একটি মোক্ষম অস্ত্র।

সমস্যা হচ্ছে আমার আধুনিক বন্ধুরা যেকোন লাল মার্কা ঘটনা দেখলে সিঁটকে ওঠেন। মে দিবসের প্রতি তাদের এলার্জিও সেই জন্যে। এরা সাফ বলে দেবে, আরে ভাই, আমেরিকা ছিলো বলে তাও স্পাইজের ফাঁসি বা তার বক্তব্য আমরা জেনেছি। কম্যুনিউস্ট যুগোশ্লাভিয়া, রাশিয়া আর চীনে না খেতে পেয়ে কত শ্রমিককে মেরেছে, তাদের কোন খবর কি বেড়িয়েছে?

আমি তাদের দোষ দিতে পারি না এবং যুক্তিতেও ভুল দেখতে পাই না।

তাই আমি ভাবতে লাগলাম হে মার্কেটের ঘটনা কে কি ভাবে দেখবো?

গনতন্ত্রের অটোকারেকশন না শ্রেনীদ্বন্দে শ্রমিক শ্রেনীর জয়, সমাজতন্ত্রের দিকে উত্তোরন?

ছোটবেলা থেকে সমস্ত লাল সাহিত্যে, হে মার্কেটের ঘটনাকে সমাজতন্ত্রের জয় বা মালিক শ্রেনীর পরাজয় হিসাবেই দেখিয়েছে। বাংলায় কেও কোথাও লেখে নি, এটা আমেরিকান গনতন্ত্রের জয়। সবাই লিখেছে শ্রমিক শ্রেনীর জয়। শ্রমিক শ্রেনীর জয়তো এটা বটেই, কিন্তু তার সাথে এটাকে সমাজতন্ত্রের জয় হিসাবে দেখাটা কি ঠিক?

স্যার কার্ল পপার, তার পোভার্টি অব হিস্টোরিসিজম(১৯৫৭) দেখিয়েছিলেন এই সব শ্রেনীদ্বন্দ, ধনতন্ত্র,সমাজতন্ত্র সব ফালতু কথা। খুব বেশী হলে ইউজফুল সাজেশন।

শ্রেনীদ্বন্দ যদি ফালতু হয়, তাহলে হে মার্কেটের এই শ্রমিক উত্থানকে কি ভাবে দেখবো?

অর্থনীতির দৃস্টিতে দেখতে গেলে, এই দৈনিক আট ঘন্টা কাজ ব্যাপারটা মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যে একটা কনট্রাক্ট, চুক্তি। এবং যার ভিত্তিই হচ্ছে গেম থিওরী-যা বলে চুক্তির জন্য আলোচনা আসলে ফুটবল খেলার মত একটা গেম-যেখানে দুপক্ষই জেতার চেস্টা করছে। এখানে শ্রমিকের মাইনা বা কাজের ঘন্টা ঠিক হবে, এই উইন-উইন সিচুয়েশনে। যেখানে শ্রমিক দেখবে, এই চুক্তির চেয়ে তাকে অন্যমালিক বেশী কিছু দেবে না। আবার মালিক দেখবে শ্রমিককে সে যা দিচ্ছে, সেটার বিনিময়ে সে সবচেয়ে বেশী লাভ করতে পারছে কি না। এখানে প্রশ্ন উঠবে শ্রমিককে সবচেয়ে কম মাইনা দিলেই তো লাভ বেশী? ব্যাপারটা মোটেও তা হয় না। কম মাইনা দিলে, শ্রমিক দুদিন বাদে সেই কাজ ছেরে পালাবে। এবং তখন নতুন কাওকে নেওয়া ঝক্কি, ট্রেনিং এবং প্রোডাকশন লসে, প্রচুর ক্ষতি হয়। রেস্টুরেন্টের মালিকদের জিজ্ঞেস করুন, একটা কুক ছারার কি ঝক্কি, আপনাকে লম্বা লিস্ট ধরিয়ে দেবে।

কিন্তু এই শ্রমিক-মালিক চুক্তিতে গেম তত্ত্ব কাজে লাগবে, তার প্রথম শর্ত অবশ্যই গনতন্ত্র। শ্রমিক যদি বিহারের হরিজন বা আরবে কাজ করতে যাওয়া ভারতীয়-বাংলাদেশী দাশ শ্রমিক হয়, যেখানে তার অন্যকোন কোম্পানীতে/সংস্থায় চাকরি পাওয়ার অধিকার নেই, তাহলে শ্রমিকের অবস্থা খারাপ হতে বাধ্য। শোষন সেখানেই হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে হে মার্কেটে শ্রমিকরা তাহলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল কেন? কারণটার মূলে ছিলো উৎপাদন ব্যবস্থার ধরন এবং সেখানে শ্রমিকের দরদাম করার নিম্ন ক্ষমতা। পুরোনো উৎপাদন ব্যবস্থায় অদক্ষ শ্রমিককে কাজে লাগাতে মাত্র একদিন লাগতো। অর্থাৎ ইউরোপ থেকে আসা বুভুক্ষ অভিবাসীদের মধ্যে শ্রমিকের জোগান ছিল অফুরন্ত। অদক্ষ শ্রমিকের ব্যাপারটা আজো তাই। অন্যদিকে দক্ষশ্রমিক, যেমন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন ভারতে বেড়েই চলেছে। কারণ তারা কাজ ছেরে দিলে, সেখানে একটা নতুন লোককে ফিট করতে, কোম্পানীর অনেক খরচ।

তাই মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ঐতিহাসিক কারণ হচ্ছে এই গেম থিওরীতে জেতা। কারণ অদক্ষ শ্রমিকের পক্ষে এক মাত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্মঘট করতে পারলে, মালিক পক্ষের ওপর চাপ সৃস্টি করা সম্ভব। অর্থাৎ গেমতত্ত্বের এই বাস্তবতাই তাদের বাধ্য করেছিল মালিকের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে। আমেরিকান গনতন্ত্র প্রথমে এর বিরুদ্ধে থাকলেও জনগণের চাপে শ্রমিকদের দাবী মানতে বাধ্য হয়।

কিন্তু আজকের অবস্থাটা কি? ক ঘন্টা কাজ করছে আজকের শ্রমিকরা?

আমেরিকায় আইনের জন্য প্রায়-অদক্ষ শ্রমিকরা (ভালো শব্দ হচ্ছে সস্তায় প্রতিস্থাপনযোগ্য), চল্লিশ ঘন্টা কাজ করে একদম ঘরি ধরে। কিন্তু দক্ষ শ্রমিকদের কাজ করতে হয় অনেক বেশী-এদের তাড়ানো যায় যখন খুশী। কিন্তু কোম্পানীর

কাছে মূল্যবান হলে ইনারা অনেক বেশী বেতন হাঁকেন। অর্থাৎ এই কাজের ঘন্টার ব্যাপারটা দক্ষশ্রমিকদের কাছে মূল্যহীন হলেও, অদক্ষ শ্রমিকদের কাছে সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছে। ভারতে সংগঠিত শ্রমিক এই সুরক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু ভারতের অসংগঠিত শ্রমিকরা মোট শ্রমিকের ৯৯%!! তাই চায়ের দোকানের দীপু, আজ পয়লা মে তেও চোদ্দঘন্টা কাজ করেছে!

তবে যতো অটোমেশন আসছে অদক্ষ শ্রমিক ব্যাপারটাই উঠে যাচ্ছে। রোবোটিক্সের আরো উন্নতি হলে, এই মালিক-শ্রমিক চুক্তির ব্যাপারটা আরো বেশী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক (individualistic) হবে। সেদিন হেমার্কেট তার তাৎপর্য্য পুরো হারাবে।

যাইহোক লেবার প্রোটেকশন বা শ্রমিক সুরক্ষা ব্যাপারটা এখনো পুরো ফালতু হয়ে যায় নি। ক্যালিফোর্নিয়ার লেবার আইন খুবই শ্রমিক দরদি। এসব কিছুই ধারাবাহিক আন্দোলনের ফল। এবং গনতন্ত্রের বিজয় কেতন।

ক্যালিফোর্নিয়া, ১ মে